সংবাদ

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

বালিয়াকান্দি পদমদী সর. প্রাথ. বিদ্যালয়

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শ্রেণিকক্ষ সংকটে ৩শ' শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী)

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী পদমদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আজ তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের নিকট শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর প্রাণের দাবি জরুরিভিত্তিতে ভবন নির্মাণসহ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

জানা গেছে, নবাবদের বসতি অনুসারে নবাববাড়ী হতে নবাবপুর ইউনিয়নের নামের উৎপত্তি। আর পদমদী গ্রামেই নবাববাড়ীর অবস্থান। ১৮৬০ সালের পূর্বে পদমদী গ্রামের নবাব মীর মহম্মদ আলী তার প্রজাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিজেদের আম বাগানে ইংলিশ ও বাংলা প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এটিই ছিল ভারত বর্ষের প্রাচীনতম প্রাইমারী স্কুল। এই স্কুলের ছাত্র" বিষাদ সিন্ধু"র লেখক মীর মশাররফ হোসেন। তিনি ১৪ বছর বয়সে এ স্কুলে ভর্তি হয়ে ৩ বছর লেখাপড়া করেন। তার স্মৃতি রক্ষার্থে সমাধিকে ঘিরে মীর মশাররফ স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মান হয়েছে। অথচ মীরের স্মৃতি বিজরিত এ স্কুলটি আজও উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত মীর মশাররফ হোসেনের পাশাপাশি এ স্কুল হতে শিক্ষা লাভ করে শিক্ষাবিদ ড. ফকির আব্দুর রশিদ, দেশবরেণ্য সাংবাদিক ফকির আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ফকরুজ্জামান মুকুট, চিকিৎসক বদরুজ্জামান, সচিব এ এন এম আঃ মমিনসহ নাম না জানা অনেকেই দেশ-বিদেশে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষকের স্থলে ৫ জন শিক্ষক রয়েছে। আর শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৩শ জন। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান ভাল। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনীতে পাসের হার ছিল শতভাগ। সরেজমিনে বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায়, ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির ক্লাস চলছিল। শ্রেণি কক্ষ সংকটের কারণে এক রুমে গাদাগাদি করে বসে আবার কেউ দাড়িয়ে ক্লাস করছে। বড় বেঞ্চে ৬ জন ও ছোট বেঞ্চে ৪ জন করে বসেছে শিক্ষার্থীরা । এছাড়া কক্ষের অভাবে স্কুল মাঠে ও সাইক্লোন সেন্টারের নিচে ক্লাস করছে। ১৯৯৩- ৯৪ সালে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মান করে এল জি আরডি। একদিকে নির্মানের পর সংস্কার না করা অন্যদিকে ভূমিকম্পের ফাটলের ফলে ২ টি কক্ষ সম্পূর্ন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়টিতে মোট ৩টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে একটি অফিস কক্ষ। যেখানে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য সহকারি শিক্ষক বৃন্দ বসে। আর দুটি কক্ষে পাঠদান করা হয়। তবে সবগুলো শ্রেণিতে নিয়মিত পাঠদান চললে অফিস সহ সাতটি কক্ষের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্রী তাহিরা তাসনিম এসা, ছাত্র গোলাম রাব্বী জানায়, বর্ষাকালে বাহিরে ক্লাস করার সময় বৃষ্টি আসলেই সাইক্লোন সেন্টারের নিচে দাড়িয়ে থাকতে হয়। আবার শীতকালে ঠান্ডা বাতাসে মাঠে ক্লাস সম্ভব নয় এমন কষ্ঠ করেই ৫ম শ্রেণিতে উঠেছি । ৩য় শ্রেনীর নূপুর, ৪র্থ শ্রেনীর মাহিম মোল্যা জানায়, বিল্ডিং-এ ক্লাস করতে ভয় লাগে। সেদিন ক্লাস করার সময় উপর থেকে ইটের খোয়ার দলা পড়ে রহিমা আপুর মাথা কেটে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় আমরা নিজেরা ভিজে যায় আবার আমাদের বই খাতাও ভেজে। এ জন্য নতুন বিল্ডিংয়ের দরকার। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) ছাবিনা ইয়াসমীন জানায়, আমাদের বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। এজন্য পাঠদানও ব্যহত হয়। নতুন ভবন নির্মানের জন্য উপজেলা প্রশাসনকে একাধিকবার অবগত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল মতিন ফেরদৌস জানায়, আমি এ স্কুলেরই ছাত্র। ১৮৬০ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি রাজবাড়ী জেলার সবচেয়ে পুরানো। ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির এমন ভগ্নদশা কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যায়। মাননীয় সংসদ সদস্য বলে এর সমাধানের চেষ্টা করছি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আশরাফুল হক জানান, উপজেলার অনেক বিদ্যালয়েই শ্রেণিকক্ষের সমস্যা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা চলছে।